সর্ষেরমধ্যে ভূত, বাপের পেটে পুত

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

নিজস্বসংবাদদাতাঃ বেলবনি, ৩রা সেপ্টেম্বর— বেলবনি, জামুরিয়া, নাকুড়ডি—তিন গ্রামে গত একবছরে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর এগারটি ডাকাতির চাঁই যুধি সর্দার কালধরা পড়ল বেলবনি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান দুলাল পাত্রর গোয়াল ঘর থেকে । সাদা পোষাকের পুলিশ রাত বারোটা আন্দাজ খবরপাঠায় আসনবনি থানার বড়বাবুকে। তিনি দলবল নিয়ে আচমকা হানা দেন। দুলাল পাত্র সরাসরি জানিয়ে দেন তাঁর গোয়ালঘর বসতবাটি থেকেতেত্রিশ হাত দূরে; সেখানে কে রাতের বেলা লুকিয়ে আছে তাঁরপক্ষে জানা সম্ভব নয়, এসবই বিরোধী পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক পুলিশেরঅশুভ আঁতাত, এরা আমাকে পঞ্চাৎ ভোটের মুখে হেনস্থা করতে চায়। জনগণই এ মিথ্যা চত্রান্তের জবাবদেবে বলে তিনি বিশ্বাস রাখেন ।

বড়বাবু প্রদীপ বিশ্বাস, থানায়এই সাংবাদিককে জানান, যুধি পুলিশের চোখকে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিতেপারল না। তাকে জেল হাজতে রাখা হয়েছে। স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে।এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। তবে দুলালের সঙ্গে যুধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে ছিল তা নিয়ে কোনওসন্দেহ প্রায় নেই। গোয়ালঘর থেকেপুলিশ কয়েকটি বিলিতি মদের বোতল, দুটি পাইপ গান, তিনটি ভোজালি,নগদ তেত্রিশ হাজার টাকা আর কিছু সোনাদানা উদ্ধার করেছে। অনুমান, সে বেশ কিছু দিন যাবৎ এখানে ডেরা বেঁধেছিল,। ঐ গ্রামের নকুল কয়েকদিন আগে ভোর রাতে পেটে মোচড়,পায়খানা যাচ্ছিল- হঠাৎ গোয়ালঘর থেকে আলোর নড়াচাড়া, কথাবার্তার ফিস্‌ফিসানিশুনতে পায়, সে দুলালবাবুকে ডাক দেয়, হঠাৎ আলো যায় নিবে। দুলাল দোতলা থেকে নেমে নকুলকে ধমক দেয়, নিজে গোয়ালঘরে থেকে ঘুরে এসে, ভোররাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য বিস্তর গালাগাল দেয় । ক্ষিপ্ত নকুলই পুলিশকে ডেকে এনেদুলালের কীর্তি ফাঁস করেছিল।
একেই বলে সর্ষের মধ্যে ভূত, বাপের পেটে পুত।

দুলালের পার্টি অবশ্য এসব অভিযোগউড়িয়ে দিয়ে চলেছে— তিনিএলাকার প্রধান নেতা; হাইস্কুলের শিক্ষক ও মহান সমাজসেবী।তাঁর পক্ষে একটা লোফার ডাকাত তথা সমাজবিরোধীকে আশ্রয় দেবারঅভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। তাছাড়া নামেগোয়াল হলেও, অনেকদিন হল দুলালের পরিবার ডেবরা শহরে নতুন বাড়িতেউঠে যাবার পর তিনি গাই গোসব বেচে দিয়েছেন। পোড়ো বাড়িতে,পঞ্চায়েত প্রধানের হাতার মধ্যে নিজ ইচ্ছায় লুকিয়ে ডাকাতি-রাহাজানিকরবার সাহস যুধির নেই। কে বা কারা এ চত্রান্তের পেছনে আছে তাঁরাশিগগির খুঁজে বার করবেন । দুলালকেগ্রেপ্তার করতে এলে তাঁরা থানা ঘেরাও করার হুমকি দিয়ে রাখলেন।

আজ ভোরে নকুলের বাঁশঝাড়েআগুন যখন খড়ের গাদা ছাই করে বসতবাটির দিকে লকলকে জিভ বার করেএগোচ্ছে, তখন টের পেয়ে গ্রামবাসীরা বালতি হাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যাত্রা নকুলের পরিবার প্রাণে বেঁচেগেল।

।।চাল চালাকি ।।

নিজস্বপ্রতিবেদন ঃ 'মিড ডেমিল' চালু হয়ে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেসামাল ভর্তিরভিড় । রামা শ্যামা মোদো মেধো, সববাই তাদের আণ্ডাবাচ্চাদের স্কুলেপাঠাতে চায়। এদিকে স্কুলবাড়িগুলি যেন ভূতের আস্তানা । ঘুপচি ঘরে, উপচে

পড়া ভিড়ে মাষ্টার মশাই বেত হাতেতেড়িং বিড়িং লাফাচ্ছেন, পড়াবেন কখন, অভিভাবক কমিটিকে কলা দেখিয়েতেনারা যেমন আসতেন, ওরকমই হপ্তায় দু'তিন দিন সই করে, চেঁচিয়েমেচিয়ে চলে যান। জামুরিয়া শীতলাপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জর্নাদন পাল জানালেন — ভিড় দেখে ঘাবড়ে যাবেননা; আজ স্কুল থেকে চাল দেওয়া হবে, তাই ছানা-পেনা সব হাজির। বই নয়, খাতা সেলেট নয়, ওরা এনেছে থলি। চাল নিয়ে এই যে গেল, আবার সেইআসছে হপ্তায় ঠিক চাল বিলির দিন। অনেক বলেছি, মুখ ব্যাথা হয়ে গেল। আর তিনটে বছর চাল বিলিকরে, ভোটার তালিকা বানিয়ে, জন গণনা করে কাটিয়ে দিলে পেন্সন। তাও আবার রাজ্যের দেউলিয়াঅবস্থা— কি হবে কে জানে ।

।।জীবন্ত খেজুর গাছ- বুজকি না বিজ্ঞান ? ।।

প্রতিবেদক—সারোয়ার হোসেনঃ

একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়,জীবন্ত খেজুরগাছ। আচার্য জগদীশ বসু আমাদের কাছে সেই কত বছর আগেপ্রমাণ করেছেন- উদ্ভিদের দেহেপ্রাণ আছে। কিন্তু - গাছ কি নিজে নড়াচড়া করতে পারে ? হাটগোলকপুরের রফিক মিঞাডোবার ধারের খেজুর গাছ পারে। এক্কবারে ঘন্টায় ছ ইঞ্চি ওঠে, আবার ফিরতি ঘন্টায় নেমে আসে। গাছের এই নড়াচড়া প্রথম নজরে পড়েসখিন বিবির । সে ছিপ ফেলছিল গাছের গুঁড়িতে চেপে। গাছের মাথাটি ছিল জলে ছোঁয়া। হঠাৎ সে দেখে কিছু পরে মাথা জলথেকে জেগেউঠেছে আর পাতা থেকে ঝরছে জল। খবরচাউর হয়ে যায় আগুলেরপারা। পাঁচ গ্রাম থেকে খেত জমিরকাজ ফেলে লোক ছুটে আসে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে। রফিকগাছের ধারে কড়াই চাপিয়ে ক'দিন হল চপ- বেগুনি ভাজছে আরবিস্তর টাকা কামাচ্ছে। একজনপ্রস্তাব দিয়েছিল টিকিট করে দাও চার আনা; রফিক রাজিহয়নি। কারণ সে হয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এসবই আল্লার কেরামতি। সবাই দেখুক। বেহেস্তের কি টিকিটহয়।

ইতিমধ্যে হাজার জনতার ভিড় দেখেগ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান যুবকবৃন্দ নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে লাইন করে সুশৃঙ্খলভাবেলোক ঢোকাচ্ছে, আবার অন্য রাস্তা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। গ্রামের দু'একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলেছোকরারা একে বুজকি বলে প্রচার চালাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা গাছেরনড়াচড়ার কারণও দেখাতে পারেনি। স্থানীয় নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্য দিলদার হোসেন—বৃক্ষটি পরিদর্শন করে বিস্মিত হয়েছেন, তবে তিনি রফিককেঅনুরোধ করেছেন- কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা যেন না ঘটে। বিশেষত, অনেকেই এখন জমি-জিরেতের কাজছেড়ে পুকুর ধারে চা ও পান বিড়ি , ঘুগনি পাপড় ও ছোলাভাজার দোকানচাইছে এবং তা নিয়ে ছোটখাট বচসা ও সংঘর্ষ চলছে। রফিক তাদের অনুমতি দেয়নি, সে বলেছে-'বাস্তুভিটার মধ্যে আমি অন্যেরে ব্যবসা করতে দুবনি । করতে হয় তারাআমার ভিটার বাইরে কক গা, আমার আপত্তি নি'।

আশর্চ্য এই বৃক্ষের সংবাদ পেয়েশহর থেকে বিজ্ঞান মঞ্চের ছেলেরা এসেছিল; তারা মাটির নমুনা , জলের নমুনাও বৃক্ষের উত্থান-পতনের চিত্র সংগ্রহ করে ফিরে গেছে। আজ মৌলবি বসিদ্দিন তৃরতীয়বার বৃক্ষপরিদর্শন পূর্বক, মাটির ডেলা সংগ্রহ করতঃ মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে ঘোষণাকরবেন মাটির গুণাগুণ। পরবর্তী সংখ্যায় পাঠক সে ফলাফল জানতে পারবেন।

(চলবে)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com